দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৭

147

ঢাকা ভার্সিটিতে আবার সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আরো একজন তরুণের মৃত্যু ঘটেছে। সোমবার সকালে পুষ্টিবিজ্ঞানের ছাত্র এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নাট্য-সম্পাদক জিল্লাতুল ইসলাম জিল্লাহ আততায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রশাসনিক ভবনে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেন। অস্ত্রধারীরা তাকে তাড়া করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে নিয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত করে। জিল্লাহ চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নীত হওয়ার পর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না-রাজেউন)। এ সময় এলোপাতাড়ি গুলিতে আরো তিনজন আহত হন। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় আমরা শোকাহত।

মৃত্যু মাত্রই শোকাবহ। তবু স্বাভাবিক মৃত্যু কিছু সান্ত্বনাও বহন করে। কোন মহৎ লক্ষ্যে তরুণের আত্মদান শোকের পাশাপাশি কিছু আশ্বাসও ছড়ায়। মনকে প্রবোধ দেয়ার উপলক্ষ আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু এ ধরনের অর্থহীন এবং অভাবিত মৃত্যু মোকাবিলায় নিজেদের ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

ঘটনার বিবরণ খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে সন্দেহ নেই, প্রকাশ্য দিবালোকে অনেক অনেক মানুষের চোখের সামনেই এই নারকীয় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। পুলিশ বাহিনীও কাছাকাছিই অবস্থান করছিল। আততায়ীরা উপর্যুপরি গুলি চালিয়ে গেলেও কেউ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মচারীদের অবস্থা আমরা বুঝি। কিছু না করেও তাদের তিনজনকে আহত হতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রীয়তার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? ছাত্র কিংবা বহিরাগত যাই হোক, কতিপয় অস্ত্রধারী যদি নির্বিবাদে তাদের হত্যালীলা চালিয়ে যেতে পারে, আইন-শৃঙ্খলার এমন বড় আয়োজনের প্রয়োজন থাকে কি?

আমরা এ ঘটনায় গভীর শোক আর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দাবি করছি, গোটা বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং এই তদন্তের ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশ, যাতে অভিভাবকেরাও প্রকৃত অবস্থা জেনে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারেন। হত্যাকান্ডে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শাস্তি দাবির বিষয় না। স্বাভাবিক আইনের প্রয়োগেই তা ঘটার কথা। তবু আমরা দাবি করবো, হত্যাকারীদের যেন দ্রুত আইনের আওতায় আনা হয়। অন্যথায় শিক্ষা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে অবস্থার ক্ষীণ অবশেষও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। যার পরিণতি গোটা জাতির জন্যেই মারাত্মক হতে বাধ্য।

বেশ কিছুদিন যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমূলক ঘটনা বন্ধ ছিল। সেখানে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে। এতে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু গত সোমবারের সন্ত্রাসী ঘটনার পর দেখা যাচ্ছে, সেখানে এখনও অস্ত্রের ব্যবহার এবং খুনখারাপির মত অবস্থা বিদ্যমান। তার অর্থ, সন্ত্রাসী ঘটনার শিকড় উৎপাটিত করতে হবে। গত সোমবারের ঘটনা সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কিংবা শিক্ষাগত কোন ব্যাপার জড়িত নয়। ছাত্রছাত্রীরা এর সঙ্গে জড়িত নয়। আমরা মনে করি, পুলিশ তৎপর হলে সন্ত্রাস দমন আইনে এর নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।

আমরা চাই কর্তৃপক্ষ শক্তহাতে সন্ত্রাসীদের উৎখাতে পদক্ষেপ নেবেন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই সন্ত্রাসীর শিকড় উৎপাটিত করতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই তা প্রয়োজন।